THE DHAKA UNIVERSITY JOURNAL OF LINGUISTICS
@2025 Department of Linguistics

Vol. 18, No. 36, March 2026, P. 55-72
ISSN : 2789-3014, eISSN : 2075-3098
http://dx.doi.org/10.70438/dujl/1836/0003

শওকত আলীর উপন্যাসে ভাষারীতি: প্রসঙ্গ *দক্ষিণায়নের দিন*

তসলিমা খাতুন*

Abstract: Shawkat Ali is a prominent and erudite figure in Bangla prose, whose works demonstrate a nuanced understanding of life, profound human empathy, and a strong sense of historical and social responsibility. His writing is deeply informed by contemporary realities, particularly the political unrest of the 1960s, during which he emerged as a distinctive voice in Bangla fiction. This study investigates the linguistic style of his novel Dakshinayaner Din, with particular attention to its varied forms, structures, and techniques of language use. The novelist skillfully combines personal experience, acute observation, and expressive artistry to construct vivid narrative settings, enriched with descriptive language, dialectical variation, foreign elements, imagery, and a range of literary devices. His strategic deployment of bureaucratic vocabulary further underscores his linguistic sophistication. Through detailed textual analysis, this paper examines the aesthetic and original qualities of the novel's language, aiming to illuminate the distinctive linguistic features of Shawkat Ali's work for a deeper literary evaluation.

Keywords: Shawkat Ali, Novel, Trilogy, Stylistics, Dakshinayaner Din

১. ভূমিকা

বাংলা সাহিত্য জগতের, বিশেষত, বাংলাদেশের একজন প্রবাদপ্রতিম লেখক শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮)। ষাটের দশকের এই অনন্য নক্ষত্র সাহিত্যের অপরাপর অঙ্গন থেকে উপন্যাসেই সর্বাধিক কৃতিত্বের দাবীদার। ত্রিশের দশক থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলসমূহ তাঁর সাহিত্যের অনুষঙ্গ। সাহিত্য জগতে প্রবন্ধ দিয়ে আবির্ভূত হলেও ছাত্রাবস্থায় তিনি বেশকিছু কবিতাও লিখেছেন। ১৯৬৩ সালে *বিহঙ্গ আকাশ* নামক উপন্যাসের পাখায় ভর করে কথাসাহিত্যে শওকত আলীর পদার্পণ। শওকত আলীর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
E-mail : t.khatun@cou.ac.bd

উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি ষাটের দশকের বাম রাজনীতিকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস *দক্ষিণায়নের দিন* (১৯৮৬)। শওকত আলীর *দক্ষিণায়নের দিন* (১৯৭৬), *কুলায় কালস্রোত* (১৯৭৭) ও *পূর্বরাত্রি পূর্বদিন* (১৯৭৮) এই তিনটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ত্রয়ী (১৯৮৫) আকারে প্রকাশিত হয়। 'মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় রচিত শওকত আলীর *দক্ষিণায়নের দিন* একটি বহুল আলোচিত ত্রয়ী উপন্যাস (আফতাব, ২০১৫:৬৪৯)।' গভীর অন্তর্ময়তায় দেশকালকে পর্যবেক্ষণ করে অসামান্য দক্ষতার শিল্পরূপ দেওয়ার তাগিদেই তিনি সৃষ্টি করেন *দক্ষিণায়নের দিন*। উপন্যাসটিতে তিনি ইতিহাস-ঐতিহ্য, স্বদেশ-সমাজ, সমকালীন সংকট, পরিবেশ-প্রতিবেশ, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত সচেতন ও সুচারুরূপে উপস্থাপন করেছেন। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের উত্থান-পতন, সংগ্রাম ও ভালোবাসার সমন্বয়ে রচিত উপন্যাসটি তাঁর সৃজনশীলতায় স্বকীয় মাত্রায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিকের সচেতন অভিনিবেশ, সাধারণ মানুষের সাথে একাত্মবোধ, বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার সমন্বয়ে উপন্যাসটি বিশেষ মর্যাদায় আসীন। এতদ্‌প্রেক্ষিতে উপন্যাসটির শিল্পসৌন্দর্য নিরূপণের লক্ষে ঔপন্যাসিকের ভাষা প্রয়োগ দক্ষতা, রূপ-রীতি এবং কৌশল অধ্যয়ন অত্যাবশ্যক। গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের মাধ্যমে শওকত আলীর *দক্ষিণায়নের* দিন উপন্যাসের ভাষাগত বিশেষত্ব ও মৌলিকত্ব নিরূপণ পূর্বক সাহিত্যিক মূল্যায়ন সহজতর হবে।

ভাষারীতি বা শৈলীবিজ্ঞান হলো আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি সমৃদ্ধ বিভাগ; যেখানে লেখ্য বা কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, সংলাপ, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করা হয়। এই শৈলীবিজ্ঞান একটি সাহিত্যকর্মকে শৈলী বা ভাষাগত বৈশিষ্ট্য দান করে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, এই রীতি বা পদ্ধতিটি একজন লেখকের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা নিরূপণ করে। এই বিষয়ে ভাষাবিদ রামেশ্বর'শ বলেন, 'লেখকের বা বক্তার মনন, চিন্তন, অনুভবের যে নিজস্ব রীতি তারই প্রকাশ হচ্ছে শৈলী (রামেশ্বর, ১৯৮৮:৪৬)'। এছাড়াও, আফজালুল বাসার তাঁর বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব নামক গ্রন্থে শৈলীবিজ্ঞান সম্পর্কে বলেন 'শৈলীকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে স্থায়ী এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধারক হিসেবে (বাশার, ১৯৯১: ৯৯)'। তিনি আরো বলেন, 'শৈলীতাত্ত্বিকের কাজ হল, অলংকারের ভাষিক সংগঠন এবং বিস্ময় উদ্রেককারী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যকে বিশ্লেষণ করা (বাশার, ১৯৯১:৯৯)'। সব মিলিয়ে বলা যায়, ভাষারীতি বা শৈলীবিজ্ঞান হলো লেখকের ভাষা ব্যবহারের নিজস্ব রীতি বা কৌশল; যার মাধ্যমে স্বকীয়তা কিংবা শিল্পগুণ মূল্যায়ন করা সম্ভব।

২. গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে। এখানে বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই গবেষণাটি মূলত বিশ্লেষণমূলক। শওকত আলীর *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসটি আলোচনার মূল পাঠ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

এছাড়া গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে দ্বৈতীয়িক উৎস অর্থাৎ বিভিন্ন সমালোচনা গ্রন্থ, সাময়িকী, প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রভৃতি উৎসে পর্যালোচিত শওকত আলীর *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাস বিষয়ক আখ্যানে উল্লেখিত উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

২.২.গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলা কথাসাহিত্যের একজন অনন্ত শক্তিধর লেখক শওকত আলীর *দক্ষিণায়নের দিন* জীবনবোধ ও বিচিত্র কলাকৌশলে অন্বিত এক অনবদ্য সৃষ্টি। অত্যন্ত সাহসিকতায় তিনি সময় ও সমাজকে স্বতন্ত্র ভাষারীতিতে অভিষিক্ত করেছেন। মানবজীবনের গভীরে প্রবেশ করে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়ও তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সযত্নে তা সাহিত্যে প্রতিরূপ দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে রাজনৈতিক ঘটনার পাশাপাশি আঞ্চলিকতা, জীবনযুদ্ধে পরাজিত ও বিপর্যস্ত মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই, আহত মনের আহাজারি প্রভৃতি অনুষঙ্গ অত্যন্ত আন্তরিকতা, দক্ষতা ও পারদর্শিতার সাথে অঙ্কিত হয়েছে। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও লড়াইয়ের চিত্র এঁকেছেন ঔপন্যাসিক সিদ্ধ হস্তে। আর এই বিচিত্র জীবনের অন্তর্চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি ভাষারীতিতে বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব অভিজ্ঞতা, নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বলে আকর্ষণীয় প্রেক্ষাপট, ঘটনা বা কাহিনির আলোকের চরিত্র উপযোগী সংলাপ, ঘটনার বর্ণনাধর্মী প্রকাশভঙ্গি, আঞ্চলিক ভাষা ছাড়াও বিদেশি ভাষার প্রয়োগ, চিত্রকল্প ও বৈচিত্র্যময় অলংকার এবং দাপ্তরিক শব্দ ব্যবহারেও তাঁর পারদর্শিতা প্রতীয়মান। শওকত আলীর শৈলীবিজ্ঞানের এই বিশেষ-চাতুর্য ও প্রসাদগুণ তাঁর সাহিত্যিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অত্যাবশ্যক। অথচ *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসটির ভাষাগত স্বরূপ ও প্রকৃতি বিষয়ক অদ্যাবধি কোনো গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়নি। সে কারণেই বর্তমান প্রবন্ধে *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসের ভাষারীতি বিষয়ক গবেষণায় সচেষ্ট হয়েছি।

৩. ত্রয়ী উপন্যাসের ধারা

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে ঔপন্যাসিকরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মাধ্যম, প্রকরণ এবং রূপ ও রীতিতে বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। এরূপ নিরীক্ষা প্রবণতা থেকেই বাংলা সাহিত্যে ত্রয়ী উপন্যাসের উদ্ভব। ত্রয়ী বা Trilogy আধুনিক উপন্যাসের একটি বিশেষ শিল্পাদর্শ বা শিল্পরীতি, যা প্রকরণ শিল্পরূপে অভিহিত। উপন্যাসে এক ধরনের বিশেষরূপ বা রীতিকে ত্রয়ী বলা হয়ে থাকে। এই ত্রয়ী-এর উদ্ভব প্রাচীন গ্রিসের নাট্যসাহিত্যে। পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেই বাংলা নাটক ও উপন্যাসে ত্রয়ী-র আবির্ভাব। এক্ষেত্রে, প্রধান-প্রধান চরিত্রগুলো ঠিক রেখে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে জীবনের গতিপথকে উপন্যাসে তুলে ধরা হয়। সেক্ষেত্রে কাহিনির ভিন্নতা থাকতে পারে তবে তিনটি উপন্যাসের মধ্যে অবশ্যই যুগের সংযোগ থাকতে হবে। ত্রয়ী উপন্যাসের প্রত্যেকটি খণ্ডই হবে স্বতন্ত্র; অর্থাৎ পৃথক-পৃথকভাবে উপন্যাস তিনটি পূর্ণাঙ্গ হবে। পাশ্চাত্য

ঔপন্যাসিকগণ প্রথমে উপন্যাস সাহিত্যে ত্রয়ী শিল্পরূপটি প্রয়োগ করেন। ত্রয়ী শিল্পরূপের বিস্ময়কর বিকাশ ঘটে বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষভাবে উপন্যাসে।

উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) এর হাত ধরেই বাংলা উপন্যাসে এই শিল্পরূপটি সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস *আনন্দমঠ* (১৮৮৪); *দেবী চৌধুরানী* (১৮৮৪); *সীতারাম* (১৮৮৭)। রচনাকালীন ত্রয়ী শিল্পরূপটি ভাবনায় না রাখলেও, স্বদেশপ্রেম এবং ধর্মীয়চেতনা নির্ভর উপন্যাস তিনটির বিষয়বস্তুগত সামঞ্জস্য, ঘটনা ও চরিত্রের ক্রমআবর্তন, পর্যায়ক্রমিক প্রসার ও বিস্তার ত্রয়ী রূপ দিয়েছে। এরপরই বাংলা কথাসাহিত্যে ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) সৃষ্ট শক্তিশালী ত্রয়ী উপন্যাসের আবির্ভাব। *অন্তঃশীলা* (১৯৩৫), *আবর্ত* (১৯৩৭), *মোহনা* (১৯৪৩) উপন্যাস তিনটিতে বিষয়বস্তু, চরিত্র ও ঘটনার ক্রম লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যে সরোজ কুমার (১৯০৩-১৯৭২)-কে ত্রয়ীর দ্বার উন্মোচক বলা যেতে পারে। তাঁর সৃষ্ট সময় ও জীবনের এক অসাধারণ, *মেলো বন্ধন; গৃহকপোতী; সোমলতা*। এ ধারায় সংযুক্ত হতে থাকে গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩) এর ত্রিলেখ *ত্রিদিবা* (*একদা; অন্যদিন; আরেকদিন*)। ১৯৪২ সালে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) এর ত্রিলেখ *গণদেবতা* (*চণ্ডীমণ্ডপ; পঞ্চগ্রাম; দ্বারমণ্ডল*) রচিত হয়। ১৯৪৪ সালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-৭০) এর সৃষ্ট স্ত্রীলেখ *উপনিবেশ* (*মৃত্তিকা; বিভ্রান্ত বসন্ত; সূর্যস্বপ্ন*)। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে ১৯৫৭ সালে গজেন্দ্র কুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪) প্রকাশ করেন ত্রিলেখ *শ্যামা* (*কলকাতার কাছেই, উপকণ্ঠে, পৌষ ফাগুনের পালা*)। ১৯৬৫ সালে ত্রয়ী উপন্যাস নিয়ে আবির্ভূত হন আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫) *সত্যবতী* (*প্রথম প্রতিশ্রুতি; সুবর্ণলতা; বকুল কথা*)। মুক্তিযুদ্ধকালীন ১৯৭১ সালে মনিশংকর মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯৩৩-) *স্বর্গ-মর্ত-পাতাল* (*জন অরণ্য; সীমাবদ্ধ; আশা-আকাঙ্খা*) এবং পরের বছরেই ১৯৭২-এ *জন্মভূমি* (*স্থানীয় সংবাদ; সুবর্ণ সুযোগ; বেধোদয়*) ত্রয়ী উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এছাড়া-১৯৭৯-এ প্রকাশিত সমরেশ মজুমদার (জ. ১৯৪২) এর *তিনসঙ্গী* (*উত্তরাধিকার; কালবেলা; কালপুরুষ*) এবং ১৯৮১ সালে প্রকাশিত *যুগযুগজীয়ে* হলো এ ধারার সফলতম ত্রয়ী উপন্যাস। বিশ্বসাহিত্যে ত্রয়ী শিল্পরূপের চর্চা শুরু হলেও পরবর্তীকালে বাংলা কথাসাহিত্যে ত্রয়ী এক বিশেষ জায়গা করে নেয়।

বিংশ শতাব্দীতে এসে বিচিত্র ভাবনা ও সমাজ-সংকটের সাথে সাথে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ত্রিলেখ বা ত্রয়ী রচনা করেন প্রফুল্ল রায় (জ.১৯৩৪)। বঙ্গ বিভাজনের ফলে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালি জীবনের সীমাহীন সংকট ও অনন্ত জীবন সংগ্রামের অমোঘ দলিল *কেয়াপাতার নৌকা*। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩০-২০১৯)-এর *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* (১৯৭১) বাংলা উপন্যাসে সর্ববৃহৎ ত্রয়ী। ত্রয়ী উপন্যাসটিতে দুইদশকের (১৯৩০-৫২) পূর্ববঙ্গের বাঙালি জীবনের ওঠা-নামা, দেশ বিভাগের

প্রস্তুতির নানা স্তর ও বিভাগ পরবর্তী বিপর্যয়-এই সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে এক অখণ্ড জীবনবোধ। সমরেশ মজুমদার (জ.১৯৪২)-এর *উত্তরাধিকার* নামক ত্রয়ী উপন্যাসটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত। এই দীর্ঘ পরিসরের ত্রয়ীতে লেখক সদ্য ফেলে আসা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সাধারণ মানুষের নব জাগরণের কাহিনি পর্বে পর্বে চিত্রিত করেছেন। এ ধারার আর একজন শক্তিশালীর লেখক চল্লিশ দশকের বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যের অগ্রজ আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮)। তাঁর ইতিহাস ও রাজনৈতিক চেতনা নির্ভর ত্রয়ী উপন্যাস *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান* (১৯৬৩), *পদ্মামেঘনা যুমনা* (১৯৭৪), *সংকর সংকীর্তন* (১৯৮০)। এই ত্রয়ী উপন্যাসের কাহিনী উনিশ শতকের বঙ্গদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসমণ্ডিত জীবনচিত্র।

৪. *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু

ষাটের দশকের প্রেক্ষাপটে শওকত আলী মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসটি রচনা করেন। সমগ্র দশক জুড়ে বহু আয়োজনের মধ্যদিয়ে বিস্ফোরিত ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট। উপন্যাসটির একদিকে রয়েছে বাংলাদেশের জন্মের পূর্ব ইতিহাস, অন্যদিকে জীবন ও সমাজ বাস্তবতা। শওকত আলী তাঁর সাহিত্যকর্মটিতে বাস্তব জীবনের পাশাপাশি ব্যক্তি ও ইতিহাসকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরই প্রতিফলন *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসে তিনি ষাটের দশকের কুণ্ডলায়িত সময়ের সাথে সাথে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের নানা ঘটনা তুলে ধরেছেন। ১৯৬৫-১৯৬৯ কালপর্বের ঘটনাসমূহের প্রভাব থাকলেও তার পশ্চাৎবর্তী বিশাল সময়ের প্রভাব উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। তাইতো এই উপন্যাসের সময় সম্পর্কে সাহিত্য-সমালোচক রফিকউল্লাহ খান মন্তব্য করেন-

> শওকত আলীর ট্রিলজিতে ষাটের দশকের 'কুণ্ডলায়িত সময়ের' নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন রূপায়িত হয়েছে। উপন্যাসে ব্যবহৃত ঘটনা, চরিত্র ও সময় 'কেন্দ্রীয় রস-আবেগে ঘূর্ণিত, দ্রবীভূত ও স্ফটিকায়িত হয়ে' রূপ লাভ করেছে। ১৯৬৫-১৯৬৯ কালপরিসরের ঘটনা বিধৃত হলেও চরিত্রচেতনার সূত্রে সময়ের বিশাল আয়তন এতে গৃহীত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোন ব্যবহৃত হলেও এ উপন্যাসের কথক এবং দ্রষ্টা আসলে সময় (রফিকউল্লাহ, ২০১৬:৩৮০)।

দক্ষিণায়নের দিন ত্রয়ী উপন্যাসের বিষয়বস্তু মধ্যবিত্ত হলেও তার সাথে জড়িয়ে রয়েছে সমাজের নানা রীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মীয় বিষয়সংক্রান্ত নীতিসমূহ। উপন্যাসের শুরুতে মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব সংকট ও নায়িকা রোকেয়া আহমদ রাখীর ট্র্যাজিক কাহিনি বর্ণিত হলেও শেষপর্যন্ত লেখক রাখীকে রাজনৈতিক চেতনায় ও বোধে উন্নীত

করেছেন। রাখী এক সময় নিজের অজান্তেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে এবং সেজানকে সহযোগিতা করেছে। সেজানের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা থেকেই সে এই কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। ঔপন্যাসিক রাখী চরিত্রটিকে রাজনীতি বিমুখ করে উপস্থাপন করলেও, একসময় তাকে রাজনীতি সচেতন হতে দেখা যায়। উপন্যাসের এক পর্যায়ে রাখীর জীবন, সেজানের সাথে তার সম্পর্ক, রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও গতি, রাখীর জীবনের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত হয়। সে সেজানের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে তার ভেতরে রাজনৈতিক চেতনার বীজ বপন করতে চায়। সেজানের মৃত্যুর পর সে তার গর্ভস্থ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বলে,

> এখানে দাঁড়িয়ে আমি মিছিল দেখেছিলাম, তুইও দেখিস এইখানে দাঁড়িয়ে, সেজানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিলো এখানে, এই গাছতলায়, এখানে তুইও দাঁড়াস, আর এই রাস্তাটা, এই রাস্তায় সেজান মিছিল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলো, তুইও এই রাস্তা দিয়ে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাস, হ্যাঁ রে, পারবি তো? (শওকত, ২০১৬: ৩২০)

সাহিত্যিকরা মূলত সমকালীন বিশেষ কোন ঘটনা, জীবনাভিজ্ঞতা, সমাজবাস্তবতা প্রভৃতিকে অবলম্বন করেই সাহিত্য রচনা করে থাকেন। শওকত আলী তাঁর উপন্যাসটিতে ষাটের দশকের বাস্তবতা থেকে নিরীক্ষিত বিষয়গুলোই উপস্থাপন করেছেন।

> ষাটের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ব্যক্তি জীবন স্থাপন/সমান্তরালে বহমান; এর সঙ্গে বিধৃত হয়েছে রাশেদ সাহেবের স্বপ্ন ও ব্যর্থতা, বিলকিস আহমেদ নুপুরের হৃদয় বিদারী পরিণতি, জামানের আত্মকোন্দক, হাসানের বিকৃত মানসিকতা, ও রাজনৈতিক কর্মী মনি ও সেজানের সংগ্রাম ও মৃত্যু। এক কথায় ষাটের দশকের পূর্ণাঙ্গ অবলোকন চিহ্নিত হয়েছে 'দক্ষিণায়নের দিন' উপন্যাসে (আফতাব, ২০১৫ : ৯৯)।

উপন্যাসটিতে মানবজীবনের সংগ্রামময়তার চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। মানুষকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়; এই সংগ্রাম কখনো প্রকৃতির সাথে, কখনো জীবন তথা নিজের সাথে আবার কখনো সময়ের সাথে। 'ঝড় আসার পূর্বে সমগ্র প্রকৃতি যেমন ভয়ংকর নিস্তব্ধ আর গম্ভীর রূপ ধারণ করে, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পূর্বের বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা তেমনি ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করেছিল। ঝড় নামক তাণ্ডবলীলার সুর ধ্বনিত হচ্ছিল সমগ্র দেশময় (তপন, ২০১৬ : ৯৭)।' তবুও সকল ধ্বংসের মধ্যেই নিহিত থাকে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা। এ সৃষ্টি নতুন দেশ, রাষ্ট্র কিংবা পরিচয়; স্বাধীনতার লক্ষ্যেই সংগ্রাম তথা ধ্বংস। উপন্যাসটিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বমুহূর্তের পরিবেশ-পরিস্থিতি তথা দেশের মানুষের হতাশা, বিষাদ, দুরাশা, কিংবা স্বপ্নভঙ্গের চিত্র প্রতীকায়িত হয়েছে।

৫. উপন্যাসের ভাষারীতি বিশ্লেষণ

কথাসাহিত্যে শওকত আলীর অনন্য-অসাধারণ সাফল্যের মূলে রয়েছে স্বতন্ত্ররীতির ভাষাশৈলী। ভাষাশৈলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও তীক্ষ্ণ জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন; চরিত্র অনুযায়ী বক্তব্যকে বাস্তবধর্মী ও জীবন্ত করে তুলেছেন। উপন্যাসের ভিত্তিভূমি হিসেবে শহুরে ও গ্রামীণ প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে তিনি অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত ও সাহসিকতার সাথে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। সমালোচকের ভাষায় শওকত আলী 'বাস্তব সমাজ ও জীবনের সুবিন্যস্ত ও সুসংগত ঘটনারাজির উপস্থাপনার দ্বারা সংঘাত, জটিলতা, সংস্কার প্রভৃতিকে তুলে ধরেন (সুবোধ, ১৯৯৯: ২২০)।' উপন্যাসটি পরিণত বয়সের সৃষ্টি বলেই লেখকের জীবনের অভিজ্ঞতাজাত গভীর দর্শনটি প্রতীকায়িত হয়েছে; জীবন নিয়ে লেখকের চিন্তার গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। *দক্ষিণায়ণের দিন* উপন্যাসে বর্ণনাত্মক উপস্থাপনভঙ্গির প্রয়োগ তাঁকে ভাষারীতির ক্ষেত্রে অসামান্য সফল করে তুলেছে। কেননা সাহিত্যের অপরাপর শাখার মত উপন্যাসের প্রধান উপকরণই হলো উপস্থাপনভঙ্গি ও ভাষানির্মাণ। 'ভাষারীতি উপন্যাসের সমগ্ররীতি বা বিষয়বস্তু থেকে পৃথক কোনো ব্যাপার নয়। এটা একটা প্রাথমিক সত্য কথা যে, ব্যক্তি ও সমাজ চেতনার সমগ্র মহিমাকে লেখক তাঁর ভাষারীতির আঁধারে ধরে রাখেন (সরোজ, ১৯৮৮: ৪৫)।' উপন্যাসের সমৃদ্ধ ভাষাই পারে পাঠক হৃদয় তৃপ্ত করে ঔপন্যাসিককে শিল্পমণ্ডিত ও পূর্ণাঙ্গ সফল করে তুলতে। শওকত আলীর ত্রয়ী উপন্যাসের ভাষা ও সংলাপের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫.১

শব্দসৈনিক শওকত আলী উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ও বিষয় অনুযায়ী চরিত্র সৃষ্টি এবং ভাষা প্রয়োগ করেছেন। ঔপন্যাসিক চলিত বা কথ্যরীতি, আঞ্চলিকরীতি, সাধুভাষা এবং উর্দু, ইংরেজিসহ বহুবিদ ভাষা ও শব্দের সমন্বয় করেছেন। এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি গ্রহনযোগ্য:

> অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।-----
>
> বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে----যতটুকু বলিবার আছে সবটুকু বলিবে তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রহন করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। (বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৯২:৩৭৩)

কথাশিল্পী শওকত আলী ছিলেন এই পথের অনুসারী; এই নীতির অনুগামী। তিনি মূলত চরিত্রের মুখে কাহিনি অনুসারে অত্যন্ত সহজ সরল এবং সাবলীল ভাষা প্রয়োগ করেছেন। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক জীবনাভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ভাষা ব্যবহার করেছেন। শওকত আলী উচ্চশিক্ষিত হওয়ায় ইংরেজি ভাষা, চাকরির সুবাদে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিক ভাষা এবং দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধের

চেতনায় উজ্জীবিত ছিলেন বলেই উর্দু ভাষা সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। এ সকল অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসে। শুধু তাই নয়, শব্দ নির্বাচন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর পারদর্শিতা অতুলনীয় এবং প্রশংসাযোগ্য।

> রমজান আলী রাখীকে দেখে খুশি। বলে, আপনার রেজাল্ট শুনছি, ভাবছিলাম আরো ভালো করবেন–তা যাউক, আল্লায় যা দিছে, সেটাই লইয়া থাকন ভালো (শওকত, ১৯৯৬:৩১)।

এখানে রাখীর প্রতি রমজান আলীর মনোভাব অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিষয়ের প্রেক্ষিতে ভাষা-প্রয়োগ করে রমজান আলী অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিমায় এই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য শব্দপ্রয়োগ নৈপুর্ণে ঔপন্যাসিককে অনন্য, অসাধারণ মাত্রায় অধিষ্ঠিত করেছে।

৫.২

শওকত আলীর *দক্ষিণায়নের দিন* ত্রয়ী উপন্যাসে ভাষানির্বাচন ও প্রয়োগকৌশলে বিচক্ষণতা ও পারদর্শিতার নিদর্শন রয়েছে। তিনি উপন্যাসকে শিল্পমণ্ডিত ও গতিশীল করে তুলতে বর্ণনাকৌশল ও বিশ্লেষণরীতির আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর ভাষারীতির ক্ষেত্রে অন্যতম সাফল্য গদ্যের গতিশীলতায়; যা উপন্যাসকে এক বিশেষ মাত্রা দান করেছে।

> বর্ষা প্রায় শেষ। শরৎ পাঁজিতে এসেছে অনেকদিন কিন্তু আসল চেহারা দেখা দিয়েছে অল্প ক'দিন হলো। হালকা সাদা মেঘ দেখা যাচ্ছে আকাশে। বাড়ির গেটের কাছে কামিনী গাছে ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে। শিউলি গাছে অসংখ্য কুঁড়ি-দু'একদিনের মধ্যে ফুলের মহোৎসব দেখা যাবে। লনের দু'পাশে দোপাটি এখন কমে আসছে। একাকী বারান্দায় দাঁড়ালে কেমন ছুটি ছুটি ভাব লাগে (শওকত, ২০১৬: ২৫)।

শওকত আলীর এ গদ্যকৌশল যেন তাঁর বর্ণনারীতিকে অনন্য, অসাধারণ মাত্রায় উন্নীত করেছে। সহজ-সরল, সাধারণ ভঙ্গিমায় কথাগুলোকে শওকত আলী মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। ত্রয়ী উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ইতিহাস হলেও এখানে ঔপন্যাসিক ব্যক্তি মানুষের জীবন সংগ্রাম তুলে ধরতে সাবলীল বর্ণনারীতির নিদর্শন রেখেছেন।

রাখীর সবার সঙ্গে দেখা করে তবে বেরুলো। তখন এগারোটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। কিন্তু তবু যেন তাড়া বোধ করছে না সে। ভারী ধীর পায়ে ডিপার্টমেন্টের বারান্দা থেকে নামে। ডাইনে বাঁয়ে তাকায়, সুরকি–ঢাকা পথ ছেড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটে কয়েক পা, ঘাসগুলো ভারী নরম। হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করে, সে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। তার চেনা অল্প চেনা বহু সঙ্গী, তার অন্যমনে আকাশ দেখা মুহূর্ত, কৌতুকে আলোকিত টুটুর মুখ, বিকেলের হেলে পড়া আলো- সবকিছু থেকে বিদায়। গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আবার পেছনে তাকায় রাখী। য়ুনিভার্সিটি ঠিক তেমনি আছে, যেমন সে দেখেছিলো প্রথম দিন। দোতলার বারান্দায় নানান রঙের শাড়ির আঁচল, মধুর ক্যান্টিনে তেমনি জোর ভল্যুমে রেডিও বাজছে, পুকুরে সবুজ পানি স্থির–সব ঠিক

তেমনি। বদলায়নি কিছুই। সব স্থির রয়ে গেছে-শুধু সে-ই আলগা আর আলাদা হয়ে যাচ্ছে। (শওকত, ২০১৬ : ৩৯)

শওকত আলী এখানে রাখীর জীবনের অত্যন্ত কঠিন একটি মুহূর্তকে চমৎকার প্রকৃতি ও পরিবেশে প্রতিস্থাপন করেছেন। রাখীর জীবনের দোলাচলতার সাথে প্রকৃতি ও পরিবেশকে অসাধারণ ভঙ্গিমায়, অকৃত্রিম বর্ণনা রীতিতে একাকার করে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ যেন ঔপন্যাসিকের এক অপূর্ব দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অনন্য চিত্রায়ণ।

৫.৩

ভাষা নির্মাণ করতে সাহিত্যিককে যথাযথ শব্দ প্রয়োগ করে ভাব প্রকাশ করতে হয়, যাতে শব্দের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন মাধুর্য বহাল থাকে। ঔপন্যাসিক শওকত আলী তাঁর ত্রিলেখ উপন্যাসকে প্রাণবন্ত করে উপস্থাপন করতে দৈনন্দিন জীবনের ভাষা ব্যবহারের কৌশল অবলম্বন করেছেন। 'লেখকের বক্তব্য প্রকাশের একমাত্র উৎস শব্দ। শব্দ সংস্থানের মধ্যদিয়ে সাহিত্যের শরীর গঠিত হয় (আনোয়ার, ২০১৫: ২৬৮)।' তিনি প্রচলিত সাহিত্যাদর্শের বাইরে এসে অভিনব বিষয়ের পাশাপাশি কলাকৌশলে বৈচিত্র্য এবং ভাষাকে জীবনবোধের সঙ্গে অন্বিত করেছেন।

ভাষাকে তিনি শুধুমাত্র শিল্প প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেননি; বিষয় ও জীবনবোধের সঙ্গে অন্বিত করেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যের প্রবহমান ধারায় অঙ্গিভূত থেকে, অগ্রজদের সাহিত্যকর্মের নির্যাস আহরণ করে, সমকালীনদের মধ্যে থেকেও শওকত আলী নির্মাণ করেছেন আপন শিল্পভুবন। (আফতাব, ২০১৬: ৭৯)

দক্ষিণায়নের দিন, *কুলায় কালস্রোত*, *পূর্বরাত্রি-পূর্বদিন* উপন্যাস তিনটির ভাষা প্রয়োগে শওকত আলী অসাধারণ কৃতিত্বের দাবিধার। ফলে তিনি আবেগকে প্রাধান্য না দিয়ে বাস্তবতাকে উর্ধ্বে রেখেছেন। মধ্যবিত্ত জীবন পরিসরে বিচরণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মূলত সমাজ থেকেই তিনি বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন। সাদা-মাটা জীবনের কাহিনি নিয়ে সাহিত্য রচিত হলেও তাকে শিল্পমণ্ডিত ও শ্রুতিমধুর করতে ভাষার বৈচিত্র্য অত্যাবশ্যকীয়। বিখ্যাত গবেষক আবু হেনা মুস্তফা এনাম *দক্ষিণায়নের দিন* ত্রয়ী উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে বলেছেন:

> *নিঃশ্বাসের মতো, আলো ও বাতাসের সমবায়ী অনুকল্পে কাহিনির গতিকে ঔপন্যাসিক যেমন প্রবাহিত করেছেন সারল্যে, তেমনি ব্যক্তির মনোজগৎ, আবেগ, উত্তেজনা এবং আকাঙ্ক্ষাকে পারিপার্শিক বর্ণময়তা, বস্তুবিশ্বের রেখা ও ধ্বনিময়তার সঙ্গে একীভূত করে দিয়েছেন* (মোস্তফা, ২০১২:২০৮)।

শওকত আলী চারপাশের পরিবেশ-প্রতিবেশ, সময় ও কালের ভাষাকে সাহিত্যের মাধ্যম করেছেন। ঔপন্যাসিক তাঁর সমগ্র শিক্ষা ও কর্মধারায় সাধারণ মানুষের জীবন প্রণালী ও ভাষা সহজেই রপ্ত করতে পেরেছেন। উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনায় তিনি সহজ সরল শব্দ প্রয়োগ করে সাবলীলভাবে ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

আকাশে ইতস্তত মেঘ ছিলো। দুপুরবেলা হঠাৎ মেঘের ডাক শোনা গেল। রাখী হাঁটছিলো, হঠাৎ দেখে, সামনে টুকরো কাগজ, ধুলো, খড়কুটো সব যেন কেউ শূন্যে উড়িয়ে দিয়েছে। ওদিকে তোপখানা রোডের ওপর মানুষজনের ছোটাছুটি লেগে গেলো। দূরে গাছগুলো মাথা দোলাচ্ছে প্রবল বেগে। রাখী রিকশার জন্য ডাইনে বাঁয়ে তাকালো। কিন্তু কোথায় রিকশা? রাস্তাটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেলো নিমেষে। শাড়ির আঁচল উড়ে উঠেছিলো, অবাধ্য আঁচল শাসন করে পিঠের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে বাঁ হাতে টেনে ধরলো। কোথাও মাথা গোঁজা দরকার, কিন্তু কাছাকাছি কোনো জায়গা নেই যে মাথা গুঁজবে।(শওকত, ২০১৬ : ৩)

এছাড়াও শওকত আলী সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বক্তব্য উপস্থাপন ও ভাষা প্রয়োগ দক্ষতায় উপন্যাসটির ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ রেখেছেন। সে কারণেই সেজানের অসুস্থতা বর্ণনার বিচক্ষণতায় পাঠক হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠে।

> ডাক্তার চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঐ সময় সেজান অস্থির হয়ে ওঠায় যেতে পারলেন না। রাখী দেখলো, মাথাটা কখনো বালিশের এ-পাশ কখনো ও-পাশ হচ্ছে। কপালের ভাঁজে যন্ত্রণার চিহ্ন, শরীর মুচড়ে আর্তনাদ করে উঠছে থেকে থেকে। রাখীকে দেখে আর তার হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসতে চায়। তার কেবল মনে হচ্ছে তখন সেজান মরে যাবে। এই তাহলে তার শেষ দেখা। ওঁ-উহ্ শব্দের আর্তনাদটুকু যতোবার বেরুলো ততোবার রাখীর হৃৎপিণ্ডটা যেন কেউ চেপে চেপে ধরতে লাগলো। (শওকত, ২০১৬ : ২৫৭)

শওকত আলী যেন এক অনন্য ও অসাধারণ শব্দ নির্বাচন-বুনন কৌশলী। চরিত্রের উপযোগী ভাষা উপস্থাপন ও প্রয়োগ নৈপুণ্যে তিনি এক দক্ষ কারিগর। সেজানের শারীরিক অবস্থার সাথে মিলিয়ে রাখীর মানসিক অস্থিরতার যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তা অপার, অতুলনীয়।

৫.৪

শওকত আলীর ত্রয়ী উপন্যাসের প্রত্যেকটি পর্বের মধ্যে রয়েছে কাহিনি, চরিত্র ও ভাষাগত সংযোগ। প্রথম পর্বের কাহিনি অনুযায়ী চরিত্রের উপযোগী ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্বে এসেও সে ধারা অব্যাহত রয়েছে, কোথাও কোন ব্যতিক্রম কিংবা অসংলগ্নতা পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি ত্রয়ী উপন্যাসটি চলিত ভাষায় রচনা করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সাধুভাষার প্রয়োগ ঘটিয়ে নতুন মাত্রা দান করেছেন। উপন্যাসে চরিত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী কিংবা উপন্যাসের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তিনি এ কৌশল অবলম্বন করেছেন। কেননা, বাগ্ভঙ্গি এবং বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে অনেকক্ষেত্রে অর্থ পরিষ্কার হয়না; ফলে লেখকের উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়। তাই ঔপন্যাসিককে বক্তব্য ও বাগ্ভঙ্গির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। 'বক্তব্য এবং বাগ্ভঙ্গি এ দুয়ে মিলে সাহিত্য। বক্তব্য যখন ভুল প্রমাণিত হয়, সার্থক বাগ্ভঙ্গি তখনও ভাষার ভাণ্ডারে সম্পদ হয়ে থাকে (অম্লান, ১৯৮৮:১৪৬)।'

শওকত আলীর ত্রয়ী উপন্যাসে বক্তব্য ও বাগ্‌ভঙ্গির মধ্যে অপূর্ব সংযোগ ঘটেছে। ত্রয়ী উপন্যাসটিতে শওকত আলী কেন্দ্রীয় চরিত্র রাখীর বাবা রাশেদ আহমেদ ও মা সালমার কাহিনি ব্যঞ্জনাময় করে তোলার জন্য সাধু ভাষার প্রয়োগ করেছেন।

> *সালমা ঐ দত্তার শেষ পৃষ্ঠায় পেনসিল দিয়ে ঠিকই লিখে রেখেছিল-"নরেন খুব ভালো লোক, সে ধৈর্য হারায় নাই বলিয়া বিজয়কে পাইয়া ছিলো। নরেনকে আমার খুব ভালো লাগিয়াছে" (শওকত, ২০১৬: ৪৩) ।*

মধ্যবিত্ত সমাজ বাস্তবতাকে উপস্থাপন করতে গিয়ে নিজস্ব বক্তব্যকে চমৎকার বাগ্‌ভঙ্গিমায় তুলে ধরেছেন, যা তাকে স্বতন্ত্র করেছে।

৫.৫

উপন্যাসের শিল্পসফলতার মূলে সংলাপ ও নাটকীয় পরিচর্যারীতি অন্যতম অনুষঙ্গ। কথাসাহিত্যিক শওকত আলীর *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসে চরিত্রের সরাসরি কথোপকথন বিশ্লেষণ ও নাটকীয় পরিচর্যা রীতি পরিদৃষ্ট হয়েছে। রাখীর শূন্যতা ভরা দাম্পত্য জীবনের সম্মুখ চিত্র বড় বোন বুলুর নাটকীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অঙ্কিত হয়েছে।

বুলু লক্ষ করে রাখী আগের মতোই ধীর, শান্ত। বিয়ে হয়ে যাবার পর যে পরিবর্তন আসে মেয়েদের, রাখীর মধ্যে সে পরিবর্তন কি আসেনি? তার চিন্তা হয়। অথচ রাখী এই সেদিনও হাসছিলো। বিয়ের পরের মাসেই বোধহয় গিয়েছিল সে। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে আছে বিয়ের পরের মাসেই। রাখী তখন অনেক সুন্দর হয়েছে দেখতে। চোখে- মুখে খুশির ছোঁয়া কাঁপছিল। বুলুর গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলো একটুখানি। তারপর আবার হেসেছিলো। (শওকত, ২০১৬ : ১৩৭)

উপন্যাসটিকে শিল্পসার্থক করে তুলতে নাটকীয়তার গুণও তিনি পরিহার করেননি। অত্যন্ত চমৎকারভাবে শওকত আলী বড় বোনের দৃষ্টিতে বিয়ের পর রাখীর আচমকা পরিবর্তন চিত্রের মধ্যদিয়ে নাটকীয় পরিচর্যার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এছাড়াও শওকত আলীর ভাষা সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক শাফিক আফতাব বলেন,

> এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য আরোপের সাথে লেখক বাক্য ব্যবহারে দীর্ঘ বাক্য যেমন তেমন হ্রস্ব ও খণ্ড বাক্যের ও ব্যবহার করেছেন। সেমিকোলন, কমা, কখনো লম্বা ড্যাস চিহ্ন ব্যবহার করে একাধিক সরল বাক্যকে জটিল কখনো যৌগিক বাক্যে রূপান্তর করেছেন। (আফতাব, ২০১৬: ৮৮)

সমালোচকের এই মন্তব্যের আলোকে নিম্নরূপ উদাহরণ উপস্থাপন করা যায়।

ক. ওর ফর্সা মুখ, সুন্দর দাঁত, হাসলে এতো ভালো লাগে! রাখীর নিজেরও মনের ভেতর কেউ যেন প্রসন্ন হাসি হাসলো ঐ মুহূর্তে। ভারি ছেলেমানুষ টুটু, ভয়ানক চঞ্চল। রাখী শুধায়, ভালো আছো টুটু? (শওকত, ১৯৯৬: ৩০)

খ. কোথায় দূরে একটা পাখি ডেকে যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে–ভারী তীক্ষ্ণ গলার স্বর, কিন্তু দেখা যায় না পাখিটাকে– বোধহয় দোয়েল। রাখী এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজে দেখে পাখিটাকে (শওকত, ১৯৯৬: ৪৭)।

গ. কথোপকথন

রাখী কাছাকাছি হতেই শুধালো, আরে আপনি? সিনেমায় যাননি?

রাখীর ভীষণ রাগ হচ্ছিলো তখন। বললো, কেমন করে যাবো, নার্গিস কোথায়?

কেন, ও সিনেমায় যায়নি? কায়সার যেন আকাশ থেকে পড়ে একেবারে (শওকত,১৯৯৬:৩৩)।

এই অনন্য, অসাধারণ শব্দসৈনিক, কথার জাদুকর, সাংলাপ ধর্মী, নাটকীয় পরিচর্যায় সিদ্ধহস্ত ঔপন্যাসিকের *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসটির ভাষারীতি তাই অভিনব ও বিচিত্র। ত্রয়ী উপন্যাসে শওকত আলীর ভাষা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক ব্যবহৃত মনে হলেও আবেগের পরিপুষ্টতা পরিলক্ষিত। এছাড়া বর্ণনারীতির ক্ষেত্রেও কাব্যময়তা লক্ষ করা যায়।

> তারপর সেদিকটা একেবারেই শূন্য। যেদিকটাতে স্নেহ ছিলো, ভালোবাসা ছিল, সংসার ছিলো- অন্ধকার ঘরে গভীর গলায় গুন গুন গান শোনা যেত—বাড়ির গেটে মাধবীলতার ঝাড় ছিলো, গুম গুম করে ট্রেন যাবার শব্দে ঘরের মেঝে কাঁপতো- সকালে শিউলি ফুলের মতো রোদ ছেয়ে থাকতো বারান্দায়- সেসব ঘটনা, সেসব দৃশ্য একেবারে মুছে গিয়ে শূন্য হয়ে যাবে সে দিকটা (শওকত, ২০১৬ : ২৭৩)।

উপন্যাসটিতে শওকত আলী গদ্যের ভাষাকে কল্পনার রঙ্গে রাঙিয়ে কাব্যময় করে তুলেছেন। এই উপন্যাসে তিনি রাখীর জীবনের নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, শূন্যতাকে চিরচেনা পরিবেশে অসাধারণ উপায়ে, অপূর্ব কৌশলে উপস্থাপন করেছেন। *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসে তাঁর এই কাব্যময় বর্ণনারীতি, কল্পনাপ্রবণ অলংকারধর্মী শব্দপ্রয়োগ কৌশল উপন্যাসটির ভাষারীতিকে অভিনব করে তুলেছে।

৫.৬

ত্রয়ী উপন্যাসে শওকত আলী নাগরিক জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। তবে, ত্রয়ীর প্রথম দুটি পর্বে নাগরিক জীবন বর্ণিত হলেও শেষপর্বে ঠাকুরগাঁ অঞ্চলের বর্ণনা রয়েছে। কর্মজীবনের অনেকটা সময় শওকত আলী উত্তরবঙ্গে কাটিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সাথে মিশেছেন, তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েছেন বাস্তব জীবন নিরীক্ষা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন বলেই তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের সংলাপগুলো এতটা জীবনধর্মী ও প্রাণবন্ত। চরিত্রের উপযোগী ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি কোন সংকীর্ণতার পরিচয় দেননি। কখনো কখনো তাঁর ব্যবহৃত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কঠিনরূপ ধারণ করেছে।

'অতো ভদ্রতা কিসের, নামিয়া আন না মাগীকে, শুধু এঞ্জিনিয়ার কেন, ওর ছেনালী আমরাও একটু দেখেনিই (শওকত, ২০১৬ : ২৪২)।'

শওকত আলী তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে বিদেশি বিশেষত ইংরেজি ও উর্দু ভাষা প্রয়োগ করেছেন। তিনি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির স্বরূপ উন্মোচনের তাগিদেই ভাষার ক্ষেত্রে এরূপ বৈচিত্র্য এনেছেন। ত্রয়ী উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রের মুখেই ইংরেজি বুলি শোনা যায়। ইংরেজ আগমনে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন এসেছিল, মানুষের মনে যে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল, ইংরেজি না জানলে শিক্ষিত হওয়া কিংবা চাকরি পাওয়া কোনটাই সম্ভব নয়। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও আভিজাত্য প্রকাশের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছিলো। ষাটের দশকের পুঁজিবাদী সমাজের আভিজাত্যবাদের প্রকৃতি রূপায়ণে, তিনি ত্রয়ী উপন্যাসে ইংরেজি সংলাপ ব্যবহার করেছেন। ত্রয়ী উপন্যাসে ব্যবহৃত ইরেজি সংলাপের নমুনা:

ক. পারভিন রীচিং ফিফটিন্থ্ মর্ণিং (শওকত, ২০১৬: ২৪২)।

খ. য়ু মীন সিট্যুয়েটেড, বাট আই থিংক আই হার্ড ইট স্যাচ্যুয়েরেটেড (শওকত, ২০১৬: ৬৮)।

গ. য়ু মাস্ট এন্ড মিট সি ইজ এ ম্যাগনিফিশেন্ট লেডি (শওকত, ২০১৬: ১৫৪)।

এছাড়াও শওকত আলীর ত্রয়ী উপন্যাসে বেশ কিছু অন্য ভাষাভাষী চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে-মাজহার, এ্যাংলো মেয়ে ইভা মরিস, হাসানের অফিসের টাইপিস্ট অ্যাংলো মেয়ে কেটি ইভ্যান্স্, কোহেন মিলার, কোম্পানির ফোরম্যান গিয়োভানি, সুপার ভাইজার মারভিন, হাসানের বন্ধু হায়দার প্রমুখ। চরিত্রগুলোর প্রকৃত স্বরূপ এবং তৎকালীন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির সংস্কৃতি, তাদের আচার-আচরণ, রুচির পরিচয় দিতেই তিনি ইংরেজি সংলাপ প্রয়োগ করেছেন। ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি উর্দু ভাষার সংলাপ শওকত আলীর ত্রয়ী উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। উপন্যাসটিতে অবাঙালি উর্দু ভাষী ট্রাভেল এজেন্সি অফিসের বস মাজহার চরিত্রটির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাসের কয়েকটি স্থানে উর্দু ভাষা ব্যবহারের নমুনা:

ক. তুম জরা সা ঠাহ্ রো হানি, ময়ে আবভি আয়া (শওকত, ২০১৬: ২০৫)।

খ. ম্যায় ভুল নেহি সকতা, দেখ না এক রোজ, ম্যায় পুরা উসুল কর লুঙ্গা। বিলকিস ইয়া পারভিন, যো ভী হো তুম দেখ লেনা (শওকত, ২০১৬: ২০২)।

৫.৭

শওকত আলীর ত্রয়ী উপন্যাসে প্রতীকধর্মী কিংবা প্রতীকী ব্যঞ্জনার সমাবেশ লক্ষ করা যায়। সমাজের অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতাকে প্রতীকীব্যঞ্জনার মধ্যদিয়ে তিনি বিদ্রুপ করেছেন ত্রয়ী উপন্যাসে। সেজানের পাকস্থলীর ক্ষত ধীরে ধীরে যেভাবে তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেভাবেই ষাটের দশকের সমাজব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরের ক্ষতদীর্ণ প্রতীকী বিন্যাসে অভিব্যক্ত হয়েছে।

> *'সে মনে মনে মৃত্যুর চেহারাটা কল্পনা করে সেজানের চেহারার সঙ্গে মেলায়। মনে মনে প্রস্তুতি নেয়, সে দেখবে গোটা প্রক্রিয়াটা* (শওকত, ২০১৬ : ২১৫)।'

শওকত আলীর *দক্ষিণায়নের দিন* ত্রয়ী উপন্যাসের আর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য চিত্রকল্প নিমার্ণ। তিনি সৃজনশীলতা ও ব্যক্তি মনের মিশ্রণ ঘটিয়ে প্রকৃতি ও সময়ের রূপ অঙ্কন করেছেন। এই চিত্রকল্পগুলো উপন্যাসের মাধুর্য অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি চিত্রকল্পের সাহায্যে সৃজনশীল প্রতিভা ও ব্যক্তি মনের মিশ্রণ ঘটিয়ে প্রকৃতি ও সময়ের রূপ অঙ্কন করেছেন। উপন্যাসের শিল্প সফলতার ক্ষেত্রে চিত্রকল্প বাস্তবসম্মত হওয়া অত্যাবশ্যক।

> *শরৎকালের নীল আকাশ, য়ুক্যালিপটাসের দোল খাওয়া ডাল আর কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। একদিন দেখে লনের ওপর একঝাঁক প্রজাপতি উড়ছে। কোথায় দূরে একটা পাখি ডেকে যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে—ভারী তীক্ষ্ম গলার স্বর, কিন্তু দেখা যায় না পাখিটকে—বোধহয় দোয়েল। রাখী এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজে পাখিটাকে* (শওকত, ২০১৬ : ২৫)।

কেবল বিশ্লেষণধর্মী বা নাটকীয় বর্ণনারীতিতে নয়, ভাষাকে তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় করে তুলতে অলংকারের প্রয়োগেও শওকত আলী ছিলেন যত্নশীল। ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশের চারিত্র্য তুলে ধরতে ঔপন্যাসিক বিভিন্ন ধরনের অলংকার প্রয়োগ করেছেন। অলংকার যেমন একজন নারীর সৌন্দর্য অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়, তেমনি সাহিত্যের অলংকারও সৌন্দর্য বাড়িয়ে সাহিত্যকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলে। অলংকারবহুল বাক্যের প্রচুর ব্যবহার শওকত আলীর কথাসাহিত্যে বিশেষ করে তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস *দক্ষিণায়নের দিন*-এর পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে। নিম্নে *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসে ব্যবহৃত উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলংকারের প্রয়োগ দেখানো হলোঃ

উপমা

ক. শাদা প্লাস্টিকে মোড়া লোকটাকে জ্বীনের মতো দেখতে লাগে তার (শওকত, ২০১৬ : ১৬)।
খ. রাখী যেন স্বামীকে ভালোবাসতে পারে ওর মায়ের মতো (শওকত, ২০১৬ : ৩৬)।

উৎপ্রেক্ষা

ক. জামান দু'চোখের ভেতর যেন সীমাহীন একটা বেদনা ধূসর হয়ে আছে। (শওকত, ২০১৬ : ৩৭)
খ. শরীরময় কী যেন ঝনঝন করে বাজতে থাকে সেতারার ঝালার মতো। (শওকত, ২০১৬ : ৮৩)

রূপক

ক. লোকটা আসলে মেয়ে-খেকো বাঘ (শওকত, ২০১৬ : ২৩২)।
খ. লোকটা মেনিমুখো হলে কী হবে, তেজ কিন্তু ঠিকই আছে (শওকত, ২০১৬ : ২৩৯)।

সমাসোক্তি

ক. হৃৎপিণ্ডটা বুকের ভেতরে দোল খায় (শওকত, ২০১৬ : ৩১৫)।

খ. এ হলো সেই মেয়ে, যার কালো চোখের তারায় সকাল বেলা বাইরের আলো ঝিকমিক হতে দেখেছেন (শওকত, ২০১৬ : ৪০)।

অতিশয়োক্তি

ক. চোখ ডুবে আছে কপালের নিচের অন্ধকার গর্তে (শওকত, ২০১৬ : ২৫৭)।

খ. নাসিমার ছোট বাচ্চাটা বেজায় মোটা। রাখী কিছুক্ষণ কোলে নিয়ে রাখার পর হাঁপাতে হাঁপাতে নামিয়ে দিলো। নাসিমা রাখীর অবস্থা দেখে বললো, ওটা মানুষের নয়, হাতির বাচ্চা (শওকত, ২০১৬ : ২৯৯)।

৬. পর্যালোচনা

ষাটের দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের অসামান্য প্রতিভাবান, অনন্য কথাশিল্পী শওকত আলী অত্যন্ত-স্বতঃস্ফূর্ত ও সাহসিকতার সাথে বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে ভাষারীতিতেও বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলোতে আবেগের আতিশয্য, চরিত্রের দুর্বলতা এবং ভাষার গাঁথুনিতে অপরিপক্বতা পরিলক্ষিত হলেও দক্ষিণায়নের দিন-এর ভাষা সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত; যেন বর্ষার নদীর মতোই উচ্ছ্বল-চঞ্চল-প্রাণবন্ত। আপাতদৃষ্টিতে প্রাত্যহিক মনে হলেও উপন্যাসের ভাষায় রয়েছে পরিপূর্ণতা ও প্রসাদগুণ।

> তারপর সেদিকটা একেবারে শূন্য। যে দিকটাতে স্নেহ ছিলো, গুন গুন গান শোনা যেতো বাড়ির কাছে মাধবীলতার ঝাড় ছিলো, গুমগুম করে ট্রেন যাবার শব্দে ঘরের মেঝে কাঁপতো সকালে শিউলি ফুলের মতো রোদ ছেঁয়ে থাকতো বারান্দায় সেসব ঘটনা, সেসব দৃশ্য একেবারে মুছে গিয়ে শূন্য হয়ে যাবে সে দিকটা। (শওকত, ২০১৬: ২৭৩)

ষাটের দশকের সমাজবাস্তবতা ও সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসের পটভূমি। আইয়ুবীশাসন, ভুখামিছিল, তেভাগা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিচেতনার স্বরূপ উপন্যাসটিতে লক্ষ করা যায়। স্বৈরশাসিত ষাটের দশকের উত্তপ্ত রাজপথের নায়িকা রাখীর যাপিত জীবনের উপর প্রতিস্থাপন করে সময় ও সমাজের ক্রম রূপান্তর উপন্যাসের শিল্পকৌশল। আইয়ুব সরকার জনগণের মৌলিক অধিকার খর্বের পাশাপাশি বাম ও প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, দমন-পীড়ন চালিয়ে ছিলেন। সে সময় বাধ্য হয়ে অনেক নেতাকে আত্মগোপন করতে হয়েছিলো। *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসে নায়ক সেজানকেও আত্মগোপন করে পালিয়ে রাজনীতি পরিচালনা করতে দেখা যায়। উপন্যাসটিতে তিনি মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব সংকটের দোলাচলতায় একটি পরিবারের কাহিনি স্রোত এগিয়ে নিয়েছেন। শওকত আলী এই উপন্যাসে স্বৈরশাসক আইয়ুব সরকারের স্বেচ্ছাচার শোষণ ও ক্ষমতায়ণের প্রকৃতি ষাটের দশকের আবর্তে তুলে ধরতে এবং চরিত্রগুলোকে বাস্তবগ্রাহ্য করে তুলতে বিচিত্র

শব্দরাজির সমাবেশ ঘটিয়েছেন। রাজনৈতিক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, চিত্রশিল্পী, কবি-সাহিত্যিক, পত্র-পত্রিকা, জমি-জমাসংক্রান্ত, বিভিন্ন স্থান ও কাল সংক্রান্ত শব্দরাজির প্রয়োগ *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসের অভিনব দিক। এক্ষেত্রে তিনি স্থান-কাল-বিষয় ও চরিত্রের প্রয়োজনে যেমন ব্যবহার করেন ইংরেজি, উর্দু, বাংলা শব্দাবলী, তেমনি ঘটনাকে কালানুগ ও চরিত্রোপযোগী করতে সংশ্লিষ্ট শব্দরাজিও প্রয়োগ করেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য উপন্যাসটিকে স্বতন্ত্র, অভিনব ও ঋদ্ধ করে তুলেছে। শওকত আলী *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসে দীর্ঘ জীবন-বাস্তবতায় দেশকালের রূপ-রূপান্তরকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতার আলোকে ভাষারীতি প্রয়োগ করেছেন। ষাটের দশকের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমাজের প্লটবিন্যাস, চরিত্রায়ণের নিগূঢ় পদ্ধতি, উপস্থাপনভঙ্গি ও ভাষা ব্যবহারের বিচিত্র কৌশল উপন্যাসটিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। ঘটনার বর্ণনাধর্মী, বিশ্লেষণরীতি, চরিত্রের উপযোগী জীবন্ত ও বাস্তবধর্মী ভাষা প্রয়োগ উপন্যাসটিকে স্বতন্ত্রশৈলীতে অভিষিক্ত করেছে। এক্ষেত্রে তিনি উপন্যাসটিতে চলিত ভাষার পাশাপাশি আঞ্চলিক ও সাধুভাষার প্রয়োগ করেছেন। ইংরেজি-উর্দু শব্দ ব্যবহারের সাথে সাথে বিভিন্ন অলংকার ও চিত্রকল্প প্রয়োগ করে তিনি ভাষাকে মাধুর্যমণ্ডিত করার কৌশল অবলম্বন করেছেন। শওকত আলী নিরীক্ষাপ্রবণ, সুদক্ষ, জীবনবাদী ও বাস্তবধর্মী নিপুণ কারিগর বলেই *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসটি ভাষার ক্ষেত্রে অভিনব ও স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে।

৭. উপসংহার

শওকত আলীর দক্ষিণায়নের দিন উপন্যাস ষাটের দশকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক বাস্তবতা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক কাহিনীগুলোকে সুসংগতভাবে উপস্থাপন করে। উপন্যাসে বাংলাদেশের জন্মের পূর্ব ইতিহাস, নগর মধ্যবিত্ত জীবন, ব্যক্তি ও সমাজের সংকট, রাজনৈতিক চেতনাবোধ ও নৈতিক দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। রাখী ও সেজানের মতো চরিত্রের জীবনধারা বৃহৎ ঐতিহাসিক প্রবাহের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে ব্যক্তির রাজনৈতিক সচেতনতার ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করে। ঔপন্যাসিকের ভাষা-চর্চা অসাধারণ দক্ষতায় সমৃদ্ধ; চলিত ভাষা, আঞ্চলিক রীতি, সংস্কৃত সমৃদ্ধ সাধুভাষা এবং ইংরেজি ও উর্দু শব্দের ব্যবহার উপন্যাসের সামাজিক ও শিক্ষাগত স্তর তুলে ধরে। বর্ণনামূলক বাস্তববাদ, নাটকীয় উপস্থাপন, প্রতীকধর্মী ব্যঞ্জনা এবং চিত্রকল্পের ব্যবহার পাঠককে চরিত্রের মানসিক ও আবেগীয় গভীরে প্রবেশ করায়। তিনি দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত বাক্য, সেমিকোলন, ড্যাশ ইত্যাদি ব্যবহার করে গল্পের গতিশীলতা বজায় রেখেছেন, যা চরিত্রের জীবনের অনিশ্চয়তা ও গতি প্রতিফলিত করে। প্রকৃতি ও পরিবেশের বর্ণনা চরিত্রের আবেগ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে একীভূত হয়ে গল্পের প্রতীকী শক্তি বাড়িয়েছে। সংলাপ ও

নাটকীয় পরিচর্যা চরিত্রের স্বাভাবিকতা ও আবেগকে জীবন্ত করেছে, যেমন রাখীর শূন্যতা, একাকীত্ব এবং সামাজিক সম্পর্কের জটিলতা। উপন্যাসে অলংকার, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ও অতিশয়োক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষার সৌন্দর্য এবং সাহিত্যিক গভীরতা বৃদ্ধি পায়। ইংরেজি ও উর্দু সংলাপ ব্যবহার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের সংস্কৃতি, চাকরি ও শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বাস্তবতা তুলে ধরেছে। শওকত আলী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সামাজিক পর্যবেক্ষণকে ভাষার নান্দনিক ও অর্থবহ প্রয়োগের সঙ্গে মিলিয়ে উপন্যাসকে জীবনবোধপূর্ণ, শিল্পমণ্ডিত এবং ধারাবাহিকভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। উপন্যাসের চরিত্রায়ণ, ভাষার ব্যবহার, ঘটনার উপস্থাপন ও বিশ্লেষণধর্মী বর্ণনা একত্রে উপন্যাসটিকে স্বতন্ত্র ও অভিনব সাহিত্যকর্মে পরিণত করেছে। এই কাজের মাধ্যমে শওকত আলী ষাটের দশকের সমাজ ও ইতিহাসের সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তিকে সমন্বিত করেছেন, যা *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাসকে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের এক অনন্য ও সমৃদ্ধ কীর্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তথ্য নির্দেশ

আফজালুল বাশার। (১৯৯১)। *বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব* । ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

চন্দন আনোয়ার। (২০১৫)। *হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য বিষয় বিন্যাস ও নির্মাণ কৌশল*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৩৯২। 'বাঙ্গালা ভাষা', যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), *বঙ্কিম রচনাবলী*, (দ্বিতীয় খণ্ড) । কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

রামেশ্বর 'শ। ১৯৮৮। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

শওকত আলী, ২০১৬। *দক্ষিণায়নের দিন*। ৪র্থ সংস্করণ। ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ।

শাফিক আফতাব, ২০১৫। *বাংলাদেশের উপন্যাস নারীর রূপ ও রূপায়ন*। ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন।

সুবোধ চৌধুরী। (১৯৯৯)। *সাহিত্য-শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব*, কলকাতা: জয়দুর্গা প্রকাশনী।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৮। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, ২য় সংস্করণ, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

অম্লান দত্ত। (১৯৮৮)। 'ভাষার সাধন', দেবীপদ ভট্টাচার্য, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ (সম্পা.), *বাঙালা গদ্য জিজ্ঞাসা*, কলকাতা: সমতট প্রকাশনী।

আবু হেনা মোস্তফা এনাম। (২০১২)। 'শওকত আলীর ত্রয়ী উপন্যাস', সৈয়দ আকরাম হোসেন (সম্পা.), *উলুখাগড়া*, ১৬তম সংখ্যা, ঢাকা।

তপন কুমার রায়। (২০১৬)। 'শওকত আলীর উপন্যাস: দেশকাল', চন্দন আনোয়ার, *গল্পকথা*, রাজশাহী: কাদিরগঞ্জ।

শাফিক আফতাব। (২০১৬)। 'শওকত আলীর উপন্যাসের ভাষারীতি', চন্দন আনোয়ার (সম্পা.) *গল্পকথা*, রাজশাহী: কাদিরগঞ্জ।

রফিকউল্লাহ খান। (২০১৬)। 'দক্ষিণায়ণের দিনঃ পরিপ্রেক্ষিত বিষয় ও শিল্পরূপ', ড. মোহাম্মদ হাননান (সম্পা.), *দক্ষিণায়ণের দিন*, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন।